بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- এর ১৬ই জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

নিশ্চয় আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্তা এই নবীর ওপর দরূদ প্রেরণ করেন। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তার জন্য রহমত কামনায় দরুদ পাঠ কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর।

(সূরা আল্ আহযাব:৫৭)

এই আয়াত এটি স্পষ্ট করে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীর ওপর স্বীয় রহমতবারী বর্ষণ করছেন। তাঁর ফিরিশ্তারাও মহানবী (সা.)-এর জন্য দোয়া করছে, তাঁর জন্য রহমত কামনা করছে। যেখানে এই হলো পরিস্থিতি সেখানে যারা বিভিন্ন বাহানা বা অজুহাতে এই নবী (সা.)-এর উন্নতি বা অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত বা মন্থর করতে চায় তারা কখনও সফল হতে পারে না। যারা তিনি (সা.)-এর ওপর অন্যায় অপবাদ আরোপ করে, তাঁকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে এই আত্মপ্রসাদ নেয় যে, আমরা সফলতা লাভ করব এরা আসলে আহম্মকের স্বর্গে বসবাস করে। তাদের এসব ষড়যন্ত্র এবং হীন চেষ্টা খোদার এই প্রিয় নবী (সা.)-এর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় যে উদ্দেশ্যে তিনি মহানবী (সা.)-কে পাঠিয়েছেন তা অর্জিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আর বর্তমান যুগে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ প্রেমিককে পাঠিয়ে ইসলামের অনুপম ও আকর্ষণীয় শিক্ষা প্রসারের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছেন।

অতএব মহানবী (সা.), যাকে আল্লাহ্ তা'লা সকল যুগের এবং পৃথিবীর সকল জাতির জন্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তাঁকে সাহায্য করার নিমিত্তে উপকরণও আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কৃপা এবং অনুগ্রহে নিজেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি (সা.) এর বিরোধীরা পূর্বেও কখনও সফল হয়নি আর এখনও হতে পারবে না। এটি খোদার অটল সিদ্ধান্ত। তাই একজন প্রকৃত মুসলমানের এ নিয়ে কোন চিন্তাই করা উচিৎ নয় যে, কোন জাগতিক প্রচেষ্টা ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদার কোন হানি বা ক্ষতি করতে পারে। তবে, আল্লাহ্ তা'লা একজন প্রকৃত মুসলমানের কাঁধে যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তাহলো, আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণ যেভাবে এই নবীর মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ করছেন তেমনিভাবে তোমরাও স্বীয় দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্ তা'লার এই প্রিয়, পূর্ণতম এবং শেষ নবীর প্রতি অজস্র ধারায় দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর। এই হলো এক সত্যিকার মুসলমানের দায়িত্ব।

এই নবী (সা.)-এর কাজকে যারা এগিয়ে নিয়ে যায় এমন বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্তার আদর্শ অনুসরণে মহানবী (সা.)-এর প্রতি আমাদের অগণিত দরূদ এবং সালাম প্রেরণ করা উচিৎ।

সম্প্রতি ফ্রান্স যে ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে, আর মুসলমান হওয়ার দাবীদাররা একটি পত্রিকা অফিসে আক্রমন করে যে ১২জন ব্যক্তিকে হত্যা করেছে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উল্লেখের পর গত জুমুআয় আমি আহমদীদের তথা জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের দরূদ শরীফ পাঠের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম যে, হত্যা এবং রক্তপাতের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় আসবে না বরং তিনি (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠের মাধ্যমেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধন হবে এবং লক্ষ্য অর্জিত হবে। একইসাথে এই উৎকণ্ঠাও আমি ব্যক্ত করেছিলাম যে, এই আক্রমনের ফলে ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শিত হতে পারে বা হবে। আর তাদের কাছে এটিই প্রত্যাশিত। আর তারাও ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতঃ পুনরায় কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছে। যা পুনরায় আমাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়েছে। আর প্রত্যেক খাঁটি মুসলমানের জন্য সেটি কষ্টেরই কারণ হওয়ার ছিল। এই সন্ত্রাস করে কী লাভ হয়েছে? দু-তিন বছর পূর্বে এই পত্রিকার মালিকরা যে ন্যক্কারজনক কাজ করেছিল তা চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই চাপা পড়ে যাওয়া ন্যাক্কারজনক কর্মকে পুনরায় মুসলমানদের ভ্রান্ত আচরণ খুঁড়ে বের করেছে। এই পত্রিকা পূর্বে যা কিছু করে আসছিল সে সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এবং কঠোরভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। অনেক সরকার কঠোর ভাষায় বলেছে যে, আমরা আমাদের পত্র-পত্রিকাকে কখনও এমনটি করার অনুমতি দেব না। কিন্তু গত সপ্তাহের ঘটনার পর বাহ্যত বিবেকবান এবং দায়িত্বজ্ঞানশীল নেতৃবৃন্দের অনেকেই এই বাজে পত্রিকার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে। আর বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের কাছে বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলারের সাহায্য আসতে আরম্ভ করে। এই পত্রিকা যা শুধু ৬০,০০০ কপি ছাপা হতো আর বলা হচ্ছিল যে, এই পত্রিকা এখন হয়তো মৃত্যুর প্রহর গুণছে, বন্ধ হতে চলেছে এবং বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু মুসলমান নামধারীদের অপকর্ম বা ভ্রান্ত আচরণ এর প্রচার সংখ্যাকে একদিন বা এক সপ্তাহের ভেতর পঞ্চাশ লক্ষাধিক পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছে। কোন কোন সমীক্ষক বলছেন যে, এই পত্রিকা যা হয়তো ছয় মাসও চলত না এখন তা আরো দশ-বারো বছর আয়ুষ্কাল লাভ করেছে।

অতএব এই অপকর্ম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কেবল ইসলামী শিক্ষার ভ্রান্ত চিত্রই তুলে ধরেনি বরং মৃতপ্রায় শত্রুকে জীবন্ত করার ভূমিকাও পালন করেছে। হায়! এসব মুসলমান সংগঠন যারা ইসলামের নামে যুলুম ও অন্যায় করে তারা যদি অনুধাবন করত যে, ইসলামের প্রেম এবং ভালবাসার শিক্ষা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জগদ্বাসীকে ইসলামের গন্ডিভুক্ত করতে পারে। ইসলাম যেভাবে ধৈর্য্য এবং সহনশীলতার শিক্ষা দেয় এই ক্ষেত্রে অন্য কোন ধর্মের ইসলামের সাথে তুলনাই হয় না। এরা তো সেই সকল বস্তুবাদী মানুষ যাদের ধর্মীয় দৃষ্টি অন্ধ, যারা খোদার নবীগণ তো দূরের কথা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লাকেও হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করতে দ্বিধা করে না। এ সকল অজ্ঞদের অপকর্মের প্রত্যুত্তরে আমাদের পক্ষ থেকেও যদি

অজ্ঞতাপ্রসূত আচরণ প্রদর্শিত হয় তাহলে এরা হঠকারিতা বশতঃ আরও বেশী অজ্ঞতা প্রদর্শন করবে। তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, এদের কথার উত্তর দেয়ার পরিবর্তে এমন বৃথা কার্যকলাপে লিপ্ত লোকদেরকে এড়িয়ে চল বা উপেক্ষা কর। কেননা কেবল তাদের বৈঠকে বা মজলিসে বসা বা তাদের কথায় সায় দেয়াই অপরাধ নয় বা মানুষকে পাপিষ্ঠ করে তোলে না বরং এসব অপকর্মশীলদের যদি এভাবে পাল্টা উত্তর দেয়া হয় আর তারা প্রত্যুত্তরে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতে গিয়ে খোদা তা'লাকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে বা বাজে কথা বলে অথবা মহানবী (সা.) সম্পর্কে কোন অশোভন কথা বলে বা অন্য যে কোন অসম্মানজনক আচরণ করে তাহলে আমাদের মাঝে যারা এমন করবে তারাও সেই পাপের সমঅংশীদার হিসেবে গণ্য হবে।

কাজেই একজন প্রকৃত মুসলমানকে এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিৎ। খোদা তা'লার হাতে সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেয়া উচিৎ। আল্লাহ্ তা'লা এ কথাই বলেছেন, যেহেতু আমার কাছে ফিরে আসবে তাই তাদের আচার-আচরণের পরিণতি তাদের দেখতে হবে কেননা, একদিন আল্লাহ্ তা'লার কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। তখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অবহিত করবেন যে, তারা কি করেছিল। আজকাল শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে তরবারী হাতে নেয়ার পরিবর্তে এমনই ঘৃণ্য এবং নীচ কৌশল ব্যবহার করে ইসলামকে, ইসলামী শিক্ষাকে এবং মহানবী (সা.)-কে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়। আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশতাগণও মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন এই কথা বলে আল্লাহ্ তা'লা একটি নীতিগত কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এমন নীচ এবং হীন কর্মকান্ড মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তোমাদের দায়িত্ব হলো, এমন বৃথা কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে এবং একই রকম অজ্ঞতাপ্রসূত উত্তর দেয়ার পরিবর্তে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ এবং সালাম প্রেরণ করা। এটিই একজন প্রকৃত মুসলমানের কাজ। এটি যথাযথভাবে করে যাও, এই কাজ যদি তোমরা কর তাহলে ধরে নিতে পার যে, তোমরা স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছ। কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি, যারা এই অশ্লীল সাময়িকীর বিরুদ্ধে ছিল, এই আক্রমনের পর তাদের অনেকেই এই পত্রিকার পক্ষ নিয়েছে, বাকস্বাধীনতার অধিকার সবার রয়েছে। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও এমন ন্যায়পরায়ণ এবং বিবেকবান মানুষও তাদের মাঝে আছেন যারা মহানবী (সা.) সম্পর্কে এই সাময়িকী বা পত্রিকার অপলাপকে অপছন্দ করেছেন এবং এই ঘটনার জন্য এর ব্যবস্থাপকদের দায়ী করেছেন। উদাহারণ স্বরূপ, এই পত্রিকা বা সাময়িকীর নাম 'চার্লি হাবদো', এর প্রারম্ভিক সদস্যের নাম হলো, হেনরি রাসেল। তিনি বলেন, এই পত্রিকা যে ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করেছে তা ছিল উস্কানি মূলক। আর এ কারণেই এই কান্ডজ্ঞানহীন কাজ করে এর সম্পাদক তার টীমকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। এমন কর্মকান্ড আমাদের মৌলিক নীতির পরিপন্থী যা এরা গত কয়েক বছর যাবৎ করে আসছে।

অনুরূপভাবে পোপ খুব সুন্দর বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, বাকস্বাধীনতারও একটা সীমা থাকা উচিৎ। বাকস্বাধীনতার অর্থ সম্পূর্ণ লাগামহীন ছেড়ে দেয়া নয়। তিনি আরও বলেন,

সব ধর্মেরই একটা সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে আর সেই সম্মানকে অক্ষুন্ন রাখা আবশ্যক। কোন ধর্মের সম্মানে আঘাত হানা উচিৎ নয়। তিনি উদাহারণস্বরূপ আরও বলেন, আমার নিকটতম বন্ধুও (যিনি তার সফর বা ট্যুরের সফরসূচী প্রস্তুত করেন) যদি আমার মাকে অভিশাপ দেয় বা তার নামে কটুকথা বলে তাহলে এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমি তার মুখে ঘুষি মারব। আর আমার কাছে এরূপ প্রতিক্রিয়াই তার আশা করা উচিত যে, আমি তার মুখে ঘুষি মারব। যাহোক কারও আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত করা অন্যায় আর এরা তাই করেছে অতএব, দোষ তাদেরই। পোপ খুবই বাস্তবিক ও যুক্তিযুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। এখন মুসলমানদেরও বিবেক খাটানো উচিৎ আর পুনরায় ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো হতে বিরত থাকা উচিৎ।

আজকাল মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যম পৃথিবীতে ছেয়ে আছে। কোন স্থানে আগুন লাগানো বা আগুন নেভানো, নৈরাজ্য সৃষ্টি বা নৈরাজ্য দূর করার ক্ষেত্রে এই প্রচার মাধ্যম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ঘটনার পর যুক্তরাজ্য এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম আমাদের প্রতিক্রিয়া বা এ সম্বন্ধে আমাদের অবস্থান কী তা জানতে চেয়েছে আর আর এটি প্রথমবার ঘটেছে। প্রতিক্রিয়ায় আমরা এই হত্যাকান্ড সম্পর্কে বলেছি, এটি অ-ইসলামিক কাজ। এর জন্য আমরাও সমবেদনা প্রকাশ করছি। কিন্তু বাকস্বাধীনতারও একটা সীমা থাকা চাই। নতুবা পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য তারাই দায়ী হবে যারা অন্যের অনুভূতিতে আঘাত হানে। যাহোক এছাড়া আরও কিছু বিস্তারিত আলোচনাও প্রেস বা মিডিয়াতে এসেছে। যুক্তরাজ্যে স্কাই নিউজ, নিউজ ফাইভ, বিবিসি রেডিও, এলবিসি, বিবিসি লিড্স, লন্ডন লাইভ ছাড়া বাইরেরও বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল যেমন ফক্স টিভি, সিএনএন এবং কানাডার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা একইভাবে গ্রীস, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স এবং ইউরোপেরও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা আমাদের অবস্থান তুলে ধরেছে। তাদের স্টুডিওতে গিয়েও সাক্ষাৎকার দেয়া হয়েছে। আর এভাবে বেশ কয়েক মিলিয়ন মানুষের কাছে ইসলামের সত্যিকার অবস্থান ও শিক্ষা পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এখানে একটি টেলিভিশন চ্যানেল আমীর সাহেবেরও সাক্ষাৎকার নিয়েছে, এছাড়া ইমাম আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেবেরও সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। একইভাবে আমেরিকা, কানাডা ও ফ্রান্সে আমদের বিভিন্ন টীম আছে, সেসব টীমের প্রতিনিধিরাও অংশ নিয়েছে। আমাদের প্রেস বিভাগেরও টীম রয়েছে। তাদেরকেও স্টুডিওতে ডেকে ইন্টারভিউ করা হয়েছে বা প্রশ্ন করা হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা আমদের প্রবন্ধ এবং সন্দর্ভ প্রকাশ করেছে বা এই প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। যাহোক এই টীমগুলো যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, কানাডা সহ পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা তুলে ধরার দায়িত্ব উত্তমভাবে পালন করেছে। প্রেসের সাথে কানাডার টীমের যোগাযোগ এবং তাদের প্রকাশিত সংবাদ পাঠ করে প্রেসের একজন সাংবাদিক লিখেছেন, আমি জানতে চাই যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত মুসলমানদের একটি ছোট ফির্কা কিন্তু তা স্বত্ত্বেও তাদের পক্ষ থেকে প্রচার মাধ্যমে এত বেশি কভারেজ পরিদৃষ্ট হওয়ার কারণ কী? আর তারাই সঠিক বাণী বা শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করছে। সত্যিকার অর্থে এটিতো ঐশী তকদীর, এখন মহানবী (সা.)-এর

নিবেদিতপ্রাণ দাসের জামাতই ইসলামী শিক্ষার সঠিক চিত্র জগদ্বাসীর সম্মুখে তুলে ধরবে যা তারা তাঁর (আ.)-এর কাছে শিখেছে। অতএব এখন এটি আমদের দায়িত্ব, যেমনটি আমি গত খুতবায়ও বলেছি, স্ব-স্ব গন্ডিতে পৃথিবী বাসীর কাছে এই সংবাদ পৌঁছান এবং তাদেরকে বোঝান যে, ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়ার ফলে নৈরাজ্য সৃষ্টি হওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর বর্তমানে পৃথিবীতে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা বিস্ফোরণোন্মুখ, এরফলে এমন আগুন লাগবে যাবে যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে আর বর্তমানে পৃথিবী এই অগ্নির মোকাবিলা করার শক্তি রাখে না।

তাই অন্যায় এবং ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মানুষকে উত্তেজিত করো না আর খোদার শাস্তিকেও আমন্ত্রণ জানিও না। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীবাসীকে কান্ডজ্ঞান দিন কিন্তু এরই সাথে একজন আহমদীর অনেক বড় দায়িত্ব হলো, সেই রীতির অনুসরণ করা যার আদেশ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দিয়েছেন অর্থাৎ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا । অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও এক গভীর প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে এ নবীর প্রতি দরূদ এবং সালাম প্রেরণ কর। যদিও এক মু'মিনকে খোদা তা'লার নির্দেশ মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিৎ; কেন বা কি জন্য করব, এই প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিৎ নয়। সচরাচর এই প্রশ্ন মানুষ উঠায়ও না। মানুষের ঈমান এবং ধর্মীয় বিষয়ের জ্ঞান আর দোয়ার বুৎপত্তি অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি নির্দেশের প্রজ্ঞা এবং উপকারিতাও দৃষ্টিগোচর হয় বা মানুষ বুঝতে পারে। কিন্তু কিছুটা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করাও ইসলামী শিক্ষার একটি সুন্দর দিক। ইসলাম এটিও বলে, জ্ঞান অর্জন কর এবং শিখতেও থাক আর একই সাথে জ্ঞান এবং বুৎপত্তি লাভেরও চেষ্টা কর। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তাঁর দিকে অগ্রসর হও।

যাহোক এটি খোদা তা'লার নির্দেশ, তোমরা এসব শেখো যেন অচিরেই এর প্রজ্ঞাও তোমরা অনুধাবন করতে পার। ধীরে ধীরে শিখবে বলে অপেক্ষায় থেকো না। আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী মেনে চলার জ্ঞান ও পারসেপশন অর্জন হওয়া আবশ্যক। এর কল্যাণে উত্তমভাবে নির্দেশাবলী মেনে চলা সম্ভব হয়। এ দৃষ্টিকোন থেকে এখন আমি কিছু হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো যা দরূদ শরীফের গুরুত্ব এবং এর উপকারিতার বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে। আমরা মহানবী (সা.)-কে ভালবাসার দাবী করি। আর সেই ভালবাসার দাবীর দৃষ্টিকোন থেকে আমাদের হৃদয় তখন ক্ষতবিক্ষত হয় যখন মহানবী (সা.) সম্পর্কে কোন অশোভন শব্দ উচ্চারণ করা হয় বা যে কোনভাবে কোন ভ্রান্ত ও বাজে কথা তাঁর (সা.) প্রতি আরোপ করা হয়। কিন্তু এই ভালবাসার সত্যিকার বহিঃপ্রকাশ কীভাবে হবে বা এর কল্যাণ লাভ করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে,

মহানবী (সা.) বলেছেন, **কিয়ামত দিবসে মানুষের মাঝে সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করবে যে তাদের মাঝে আমার ওপর সবচেয়ে বেশি দরূদ প্রেরণকারী হবে**। অতএব মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রকৃত ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ, যারফলে তার নৈকট্য লাভ হয়, তাহলো, দরূদ শরীফ পাঠ করা।

এরপর হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, **কিয়ামত দিবসে সেদিনের ভয়ভীতি এবং ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত ব্যক্তি হবে সে যে এই পৃথিবীতে আমার ওপর সবচেয়ে বেশি দরূদ প্রেরণকারী হবে**। তিনি বলেন, **আমার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্‌তার দরূদই যথেষ্ট ছিল কিন্তু এখানে মু'মিনদেরকে পুণ্য অর্জনের এক সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা দরূদ প্রেরণ কর বা দরূদ পাঠ কর**।

এরপর দোয়া করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কিত এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হযরত ফোযালা বিন উবায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে বসে ছিলাম, **এক ব্যক্তি এসে নামায পড়ে আর দোয়া করতে গিয়ে সে বলে, "আল্লহুম্মাগ ফিরলী ওয়ার হামনী"। হযরত নবী করীম (সা.) বলেন, হে নামাযী, তুমি তড়িঘড়ি নামায শেষ করেছ। যখন নামায পড় আর ক্বাদায় বস তখন তোমার উচিৎ প্রথমে খোদার প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করা এবং আমার প্রতি দরূদ পাঠ করা। এরপর নিজের পছন্দের বিষয়ে দোয়া কর**। বর্ণনাকারী বলেন, **এরপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি আসে, সে খোদার প্রশংসা করে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করে। রসূলে করীম (সা.) তখন বলেন, "আইয়্যুহাল মুসাল্লীদ্‌উ তু'জাব"। অর্থাৎ হে নামাযী! দোয়া কর, তোমার দোয়া গৃহীত হবে**।

এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি মহানবী (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছেন যে, **যখন তুমি মুআযিযনের আযানের ধ্বনি শোন তখন তুমি নিঃশব্দে তা পুনরাবৃত্তি কর যা সে বলে। এরপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দশগুণ রহমত নাযিল করবেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে উসিলাহ্ যাচনা কর কেননা, এটি জান্নাতের পদমর্যদাগুলোর মাঝে একটি যা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দাকে দেয়া হবে। আর আমি আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি। যে কেউ আমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে উসিলাহ্ যাচনা করবে তার জন্য শাফায়াত বা সুপারিশ আবশ্যক হয়ে যাবে বা হালাল হয়ে যাবে।**

অতএব এই দরূদ শরীফ একদিকে যেমন মহানবী (সা.)-এর জন্য হৃদয়ে ভালবাসা বৃদ্ধি করে তেমনিভাবে তা দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্যও আবশ্যক আর ক্ষমা লাভের জন্যও জরুরী।

তাইতো হযরত উমর (রা.) বলেছেন, দোয়া আকাশ এবং ভূমির মাঝে স্থির হয়ে যায়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা স্বীয় রসূল (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ না কর ততক্ষণ পর্যন্ত সেই দোয়ার কোন অংশ আল্লাহ্ তা'লার দরবারে উপস্থাপিত হওয়ার জন্য উর্ধ্বলোকে যায় না।

এরপর দরূদ পাঠের রীতি সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর এক মুরীদকে লেখা পত্রে বলেন, আপনি দরূদ শরীফ পাঠের প্রতি গভীর মনোযোগী থাকবেন। যেভাবে কেউ নিজের প্রিয়জনের জন্য সত্যিকার অর্থে কল্যাণ কামনা করে অনুরূপ উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং

আন্তরিকতার সাথে মহানবী (সা.)-এর জন্য কল্যাণ এবং আশিস যাচনা করুন এবং গভীর আকুতি-মিনতির সাথে তা কামনা করুন। আর এই আকুতি-মিনতি এবং দোয়ায় যেন কৃত্রিমতার বিন্দুমাত্র মিশ্রণ না থাকে বরং মহানবী (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার বন্ধুত্ব এবং ভালবাসা থাকা চাই। আর সত্যিকার অর্থে হৃদয়ের নিষ্ঠার সাথে সেই কল্যাণরাজী মহানবী (সা.)-এর জন্য যাচনা করা উচিৎ যা দরূদ শরীফে উল্লিখিত আছে। আর ব্যক্তিগত ভালবাসার পরিচয় হলো, মানুষের কখনো ক্লান্ত এবং শ্রান্ত না হওয়া এবং ব্যক্তিস্বার্থের কোন ভূমিকা না থাকা। মহানবী (সা.)-এর প্রতি যাতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কল্যাণরাজী বর্ষিত হয় কেবল এই উদ্দেশ্যেই দরূদ পাঠ করা উচিৎ।

এরপর দরূদের হিকমত বা প্রজ্ঞা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, যদিও মহানবী (সা.)-এর অন্য কারো দোয়ার প্রয়োজন নেই, যেভাবে হাদীসে তিনি (সা.) বলেছেন, আমার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণের দোয়াই যথেষ্ট। মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন, কিন্তু এতে একটি গভীর রহস্য অন্তর্নিহিত আছে। যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত ভালবাসার আবেগে কারও কল্যাণ এবং বরকতের জন্য দোয়া করে সে ব্যক্তিগত ভালবাসার সম্পর্কের কল্যাণে সেই ব্যক্তির (অর্থাৎ যাকে সে ভালবাসে তার) সত্তার এক অংশে পরিণত হয়। (যেই ব্যক্তি কারও জন্য রহমত এবং কল্যাণ যাচনা করে সেই ব্যক্তির প্রতি তার এই ভালবাসার কল্যাণে সে সেই ব্যক্তির দেহের অংশ বা অঙ্গ হয়ে যায়)। তিনি (আ.) বলেন, অতএব যার জন্য দোয়া করা হয় তার ওপর যে কল্যাণরাজী বর্ষিত হয়, একই কল্যাণরাজী প্রার্থনাকারীর ওপরও বর্ষিত হয়। (যার জন্য দোয়া করা হয় তার ওপর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যে কল্যাণরাজী বর্ষিত হয় সেই একই কল্যাণরাজী দোয়াকারীর ওপরও বর্ষিত হয়।) আর যেহেতু মহানবী (সা.)-এর ওপর আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কল্যাণরাজী রয়েছে তাই দরূদ পাঠকারী অর্থাৎ যে ব্যক্তিগত ভালবাসার বশবর্তী হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য কল্যাণ কামনা করে সেও নিজের নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা অনুসারে সেই অশেষ বরকত থেকে অংশ পায় কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রেরণা এবং ব্যক্তিগত ভালবাসার এই কল্যাণরাজী খুব কমই প্রকাশ পায়। তাই আমাদের উচিত হবে নিজেদের ভেতর এই ব্যক্তিগত আবেগ এবং আন্তরিকতা সৃষ্টি করা।

এরপর দরূদ শরীফ পাঠের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, আমাদের নেতা, আমাদের মনিব, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা দেখুন; তিনি সকল প্রকার নোংরা কাজের মোকাবিলা করেছেন, বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু কোন ভ্রুক্ষেপ করেন নি। আর এই নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার কারণেই খোদা তা'লা কৃপারাজী বর্ষণ করেছেন। তাইতো আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরাও নবীর প্রতি দরুদ এবং সালাম প্রেরণ কর। তিনি (আ.) বলেন, এই আয়াত থেকে প্রতিভাত হয় যে, মহানবী (সা.)-এর কর্ম বা আমল এমন পর্যায়ের ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রশংসা বা বৈশিষ্ট্যকে সীমাবদ্ধ করার

জন্য কোন বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেন নি। এগুলোকে সীমাবদ্ধ করার জন্য বিশেষ কোন শব্দ নির্বাচন করেন নি। এমন নয় যে, শব্দ পাওয়া যায়নি বরং তিনি নিজেই ব্যবহার করেন নি। অর্থাৎ তার পুণ্যকর্মের প্রশংসার কোন সীমা বা পরিসীমা ছিল না। এটি এমন ছিল না যার কোন সীমারেখা নির্ধারণ করা যায়। অন্য কোন নবীর মহিমার বর্ণনায় এমন আয়াত ব্যবহার করা হয়নি। তিনি (সা.)-এর পবিত্র আত্মায় এরূপ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা ছিল এবং তিনি (সা.)-এর কর্ম বা আমল খোদার দৃষ্টিতে এতই পছন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা চিরকালের জন্য এই নির্দেশ জারী করেছেন যে, ভবিষ্যতে মানুষ যেন কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করে।

দরূদ শরীফ দৃঢ়চিত্ততা লাভের এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যম; এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য এবং সেই ভালবাসায় দৃঢ়তা অর্জনের জন্য সকল নামাযে দরূদ শরীফ পাঠ করা আবশ্যক, যেন সেই দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে অবিচলতা লাভ হয়। দরূদ শরীফ যা দৃঢ়চিত্ততা লাভের এক জোরাল মাধ্যম তা অজস্র ধারায় পাঠ কর। কেবল প্রথাগতরূপে বা অভ্যাসবশে নয় বরং মহানবী (সা.)-এর সৌন্দর্য্য এবং তাঁর অনুগ্রহরাজীকে দৃষ্টিপটে রেখে, তার মর্যাদার উন্নতি এবং তাঁর সফলতার উদ্দেশ্যে পাঠ কর। এর ফলশ্রুতিতে দোয়া গৃহীত হওয়ার সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ফল তোমরা লাভ করবে।

পদমর্যাদার উন্নতি কীভাবে হয় তাও আমি পরবর্তীতে বর্ণনা করব। এরপর তিনি (আ.) বলেন, এ যুগ কতই না কল্যাণময় যুগ। আল্লাহ্ তা'লা এই বিপদসংকুল যুগে নিছক নিজ অনুগ্রহে (হুযূর বলেন, মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন এই কথা বলেছেন সেই যুগেও মহানবী (সা.) সম্পর্কে অপলাপ করা হত) তিনি (আ.) বলেন, এই বিপদসংকুল যুগে কেবলমাত্র নিজ অনুগ্রহে মহানবী (সা.)-এর মহিমা প্রকাশের নিমিত্তে এই কল্যাণময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অর্থাৎ অদৃশ্য হতে ইসলামের সাহায্যের ব্যবস্থা করেন এবং এক জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই যারা ইসলামের জন্য নিজেদের হৃদয়ে একপ্রকার সহানুভূতি রাখে এবং এর সম্মান ও মাহাত্ম্য যাদের হৃদয়ে বিদ্যমান আছে; তারা বলুক এর চেয়ে ভয়াবহ কোন যুগ কী ইসলামের ইতিহাসে অতিবাহিত হয়েছে যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এত গালি দেয়া হয়েছে এত অপলাপ ও অসম্মান করা হয়েছে আর কুরআন শরীফের এভাবে অবমাননা হয়েছে? মুসলমানদের এহেন অবস্থা দেখে আমার গভীর আক্ষেপ হয় এবং আমি মর্মযাতনায় ভুগি। অনেক সময় এই কারণে আমি ব্যাকুল হয়ে যাই যে, এদের ভেতর এই অসম্মানকে অনুভব করার মতো যথেষ্ট চেতনাও নেই। মহানবী (সা.)-এর এতটুকু সম্মান প্রতিষ্ঠা করাও কী আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করবেন না যে, এত গালি এবং অপলাপ দেখে তিনি এক ঐশী জামাত প্রতিষ্ঠা করবেন? (আল্লাহ্ তা'লা কী মুহাম্মদ (সা.) এর সম্মানের প্রতি এতটুকুও ভ্রুক্ষেপ করেন না যে, এত গালি এবং অপলাপ দেখে কোন ঐশী জামাত প্রতিষ্ঠা করবেন? এখানে এ কথা বলা হয়নি যে, উঠো এবং রাইফেল হাতে নাও, লাঠি হাতে নাও আর হত্যা এবং রক্তারক্তি বা খুনাখুনি আরম্ভ কর বরং বলা হয়েছে এই সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য এক ঐশী জামাত প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক

ছিল।) তিনি (আ.) বলেন, ইসলামের বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে তাঁর মাহাত্ম্য এবং পবিত্রতা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা। গোলাগুলির পরিবর্তে যুক্তি এবং অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মুখ বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হলো, যেখানে আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণ যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন সেখানে এই অসম্মান এবং অবমাননার সময় সেই সালাম এবং দরূদ প্রেরণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর আল্লাহ্ তা'লা এই জামাতের মাধ্যমে অর্থাৎ জামাতে আহমদীয়ার মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন।

অতএব এখন আমাদের জন্য পূর্বের তুলনায় আরও অধিকহারে দরূদ পাঠ করা আবশ্যক হয়ে যায়। তিনি (আ.) আরো বলেন, আমাকে মহানবী (সা.)-এর হারানো ঐতিহ্য পুনর্বহাল এবং কুরআনের সত্যতা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। অতএব আজ সকল আহমদীর জন্য অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করা আবশ্যক যেন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নকারী হতে পারি, আল্লাহ্ তা'লার ডাকে যেন সাড়া দিতে পারি এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি আমাদের প্রেম এবং ভালবাসার দাবী যেন সত্য প্রমাণিত হয়। অ-আহমদী মুসলমানদের মতো শুধু নারাবাজী বা মিছিল করে এই ভালবাসার দাবী সত্য প্রমাণিত হবে না। এ ভালবাসার দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য আজ সকল আহমদীর দায়িত্ব হবে, হৃদয়ের বেদনা মিশিয়ে কোটি কোটি দরূদ ও সালাম আরশে পৌঁছানো। এই দরূদ শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য বুলেটের চেয়েও অধিক কার্যকর এবং মোক্ষম প্রমাণিত হবে।

এরপর দরূদ শরীফ পড়ার রীতি কী এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) তাঁর এক মুরীদ বা ভক্তকে লেখেন, এই বিষয়ের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখবেন যেন প্রতিটি কাজ প্রথা এবং অভ্যাসের কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র হয়ে যায়। আপনার কর্ম বা আমল যেন কেবল প্রথাগত বা অভ্যাসজনিত না হয়। আন্তরিক ভালবাসার প্রস্রবণ যেন প্রবল বেগে প্রস্ফুটিত হয়। প্রথা এবং অভ্যাসের কলুষ থেকে এটিকে মুক্ত করুন। হৃদয়ের ভালবাসা যেন অন্তর থেকে প্রবল বেগে প্রবাহমান ঝর্ণার মত প্রস্ফুটিত হয়। তিনি (আ.) বলেন, সাধারণ মানুষ যেভাবে তোতা পাখির মতো দরূদ শরীফ পড়ে থাকে সেভাবে পড়বেন না, কেননা মহানবী (সা.)-এর প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠাও তাদের নেই আর আত্মনিবেদনের পূর্ণ চেতনা নিয়ে মহানবী (সা.)-এর জন্য ঐশী বরকতের দোয়াও তারা করে না। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত এমন কোন মানুষ অতিবাহিত হয়েছে যাকে তাঁর (সা.) চেয়ে বেশি ভালবাসা যায় বা ভবিষ্যতে এমন কোন ব্যক্তি আসবে যাকে তাঁর (সা.) চেয়ে বেশি ভালবাসা যাবে; মনে যেন কখনও এই ধারণাই না আসে— মহানবী (সা.)-এর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক এমন পর্যায়ের হওয়া চাই আর দরূদ শরীফ পাঠের পূর্বে এই নিশ্চিত বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ অনেক চিন্তা করার পরও হৃদয়ে যেন কখনও এই ধারণা সৃষ্টি হতে না পারে যে, মহানবী (সা.)-এর পূর্বে এমন কোন ব্যক্তি ছিল যাকে এমনভাবে ভালবাসা যায় বা ভবিষ্যতে এমন ব্যক্তির জন্ম হবে যাকে এত গভীরভাবে ভালবাসা যেতে পারে। আর এই পন্থা বা দৃষ্টিভঙ্গিতে উপনীত হওয়ার উপায় হলো,

মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকরা তাঁর ভালবাসায় যে দুঃখ এবং কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছেন বা যেসব বিপদাপদ নাযিল হওয়ার কথা কল্পনা করা যায় তার সবকিছু সহ্য করার জন্য আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে প্রস্তুত থাকতে হবে। অর্থাৎ পূর্বে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভালবাসায় মানুষ যত দুঃখ-যাতনা ভোগ করেছে বা যত বিপদ ভবিষ্যতে নাযিল হওয়ার আশংকা করা যায়, আন্তরিক নিষ্ঠা এবং ভালবাসার সঙ্গে সেই সমস্ত বিপদাপদ শিরোধার্য করার জন্য প্রস্তুত থাকা। এমন কোন সমস্যা বা বিপদের কথা যেন মাথায় না আসে যা সহ্য করতে কুণ্ঠাবোধ হয় এবং এমন কোন নির্দেশের ধারণা যেন হৃদয়ে না আসে যার আনুগত্য করতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হয়। আর এমন কোন সৃষ্টি যেন হৃদয়ে স্থান না পায় যা তাঁর (সা.) ভালবাসায় অংশীদার হবে। যদি এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং যদি এ পর্যায়ের উন্নত ঈমান লাভ হয় তাহলে দরূদ শরীফ, যেমনটি আমি মৌখীকভাবেও বুঝিয়েছি, এই উদ্দেশ্যে পড়া উচিৎ যেন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পূর্ণ বরকত এবং কল্যাণরাজী স্বীয় সম্মানিত রসূলের প্রতি নাযিল করেন এবং সারা বিশ্বের জন্য তাঁকে কল্যাণের প্রস্রবণের মর্যাদা দেন। তাঁর সম্মান ও মহিমা এবং মাহাত্ম্য যেন ইহ ও পরকালে প্রকাশ করেন। পূর্ণ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে আত্মনিবেদনের চেতনা নিয়ে এই দোয়া করা উচিৎ, যেভাবে কোন ব্যক্তি নিজের সমস্যার সময় পূর্ণ আত্মনিবেদনের চেতনা নিয়ে দোয়া করে বরং তার চেয়েও অধিক আকুতি-মিনতির সাথে ও বিগলিতচিত্তে দোয়া করা উচিৎ। আর নিজের কোন স্বার্থ যেন এই দোয়ার মাঝে না থাকে যে, এই কাজ করলে আমার এই পুণ্য বা এই মর্যাদা লাভ হবে। এই ধারণা নিয়ে দরূদ পড়বে না বা দোয়া করবে না যে, এতে আমি মর্যাদা লাভ করবো বা পুণ্যের ভাগী হব। বরং এই খাঁটি উদ্দেশ্য পাঠ করা উচিৎ যে, রসূলে মকবুল (সা.)-এর ওপর কামেল ঐশী বরকত বর্ষিত হোক, এমনকি তাঁর প্রতাপ ইহ এবং পরকালেও প্রকাশ পাক। আর দিবানিশি এমন দৃঢ়সংকল্পের সাথে এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে দরূদ পাঠ করা উচিৎ যেন এরচেয়ে বড় কোন লক্ষ্য সামনে না থাকে। অতএব এমন অবিচলতার সাথে দরূদ পাঠ করতে হবে।

অতএব যদি এইভাবে দরূদ পাঠ করা হয় তাহলে তা প্রথা এবং অভ্যাসের কলুষ থেকে মুক্ত হবে। নিঃসন্দেহে এরফলে বিস্ময়কর জ্যোতি প্রকাশ পাবে। পূর্ণ আত্মনিবেদনের আরো একটি প্রমাণ হলো, অধিকাংশ সময় ক্রন্দন ও আহাজারি এর অংশ হয়ে যাওয়া এবং নিজের মন ও মস্তিষ্কের ওপর তাঁর এতটা প্রভাব থাকা উচিৎ যেন শয়ন ও জাগরণ উভয়ই সমান হয়ে যায়।

এরপর দোয়া এবং দরূদে রত থাকার বিষয়ে এক মুরিদকে লিখতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, তাহাজ্জুদ নামায এবং সাধারণ দোয়া ও ওযীফা পাঠে রত থাকবেন। তাহাজ্জুদে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। কর্মহীনভাবে বসে থাকার কোন মানে হয় না। অকর্মণ্য ও আরামপ্রিয় মানুষের কোন গুরুত্বই নেই। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا**। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যারা আমার পথে জিহাদ বা চেষ্টা-সাধনা করবে তাদেরকে আমি অবশ্যই আমাদের পথ প্রদর্শন করব। তিনি (আ.) বলেন, সেই দরূদ শরীফই

সর্বোত্তম যা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। আর তাহলো, **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ**। তিনি (আ.) আরো বলেন, একজন পরহেযগার ব্যক্তির মুখ থেকে যেই শব্দ নিঃসৃত হয় তাতে অবশ্যই কিছু না কিছু কল্যাণ নিহিত থাকে। তাই ভাবা উচিৎ, যিনি পরহেযগারদের নেতা এবং শিরোমনি, নবীদের সেনাপতি তার পবিত্র মুখ থেকে যে শব্দ নিঃসৃত হয়েছে, অর্থাৎ দরূদ শরীফের শব্দগুচ্ছের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে যা এইমাত্র পড়া হয়েছে, তা কতই না কল্যাণময় হবে। এক কথায় সকল প্রকার দরূদ শরীফের মাঝে এই দরূদ শরীফই বেশি কল্যাণময় আর এই অধমেরও অর্থাৎ {হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরও এটিই} দোয়া এবং ওযীফা। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করা আবশ্যক নয় বরং পূর্ণ নিষ্ঠা, ভালবাসা, বিনয় এবং আকুতি-মিনতির সাথে তা পাঠ করা উচিৎ। আর মন গলে না যাওয়া পর্যন্ত এবং যতক্ষণ আত্মবিস্মৃতির অবস্থা সৃষ্টি না হয় ও সেইসাথে এক গভীর প্রভাব দেখা না যায় এবং হৃদয়ে এক প্রশান্তি ও আনন্দ অনুভূত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই পাঠ করা অব্যাহত রাখুন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবার মাঝে এই প্রেরণা সঞ্চার করুন। আমাদের হৃদয় থেকে যেন এমন দরূদ উদ্ভূত হয় যা আরশে গৃহীত হয় এবং আমাদেরকেও আধ্যাত্মিকভাবে পরিতৃপ্ত করে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমাদের অনেকেই এমন আছে যারা দরূদ পড়েন এবং গভীর বেদনা নিয়ে দরূদ শরীফ পড়েন। আল্লাহ্ তা'লা এরফলে লব্ধ কল্যাণরাজীর দৃশ্যও তাদেরকে দেখিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ করুন এমনভাবে দরূদ পাঠকারীর সংখ্যা যেন জামাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরফলে আমাদের জামাতী বা সমষ্টিগত লাভের পাশাপাশি জামাতের উন্নতিও হবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর দরূদ পাঠের একটি রীতি আমার কাছে খুব ভাল লাগে। আমাদের অনেকের দরূদ পড়ার পদ্ধতিও হয়তো এর কাছাকাছি হবে। কিন্তু এটি এমন এক পদ্ধতি যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। যার মাধ্যমে দরূদের পাশাপাশি মহানবী (সা.)-এর প্রতি ব্যক্তিগত ভালবাসায়ও এক নতুন মাত্রা যোগ হয় আর জামাতী উন্নতির জন্য কীভাবে দোয়া করতে হয় তাও স্পষ্ট হয়। তিনি (রা.) একস্থানে বলেন, আমরা যখন অন্যদের উন্নতির জন্য দোয়া করি সেই দোয়া এক অর্থে আমাদের নিজেদের পদমর্যাদা উন্নীত হওয়ারও কারণ হয়। আমরা যখন দরূদ শরীফ পাঠ করি এর ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন মহানবী (সা.- এর পদমর্যাদা উন্নীত হয় তেমনি অপরদিকে আমাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। তাঁর (সা.) পুরষ্কার লাভের কল্যাণে তাঁর মাধ্যমে আমাদেরও তা লাভ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ছাকনিতে যখন কোন কিছু রাখা হয় তখন তা ছাকনি থেকে গড়িয়ে নিচে যে কাপড় রাখা থাকে তার ওপরে পড়ে। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতের জন্য ছাকনি স্বরূপ বানিয়েছেন। প্রথমে খোদা তা'লা তাঁকে স্বীয় কল্যাণরাজীতে ভূষিত করেন, এরপর সেই

বরকত বা আশিস তাঁর কল্যাণে আমরাও লাভ করি। আমরা যখন দরূদ শরীফ পাঠ করি আর আল্লাহ্ তা'লা এর বিনিময়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা উন্নীত করেন তখন আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এটিও অবহিত করেন যে, হৃদয়ের গভীর থেকে পড়া দরূদের এই উপহার অমুক মু'মিনের পক্ষ থেকে এসেছে। তখন মহানবী (সা.)-এর হৃদয়েও আমাদের জন্য দোয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হয় আর আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়ার কল্যাণে আমাদেরকেও স্বীয় বরকতের বা কল্যাণের ভাগী করেন।

তিনি (রা.) আরো বলেন, আমি নিজের সম্পর্কে বলছি, আমি যখনই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমাধিতে দোয়া করতে যাই, আমার রীতি হলো, আমি প্রথমে রসূলে করীম (সা.)-এর জন্য দোয়া করি। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য দোয়া করি। আর যে দোয়া করি তাহলো, হে আল্লাহ্ আমার কাছে এমন কোন জিনিস নেই যা আমি আমার এই সম্মানিত পবিত্র বুযূর্গদের কাছে উপহার হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি। আমার কাছে যা আছে তা তাদের কোন কাজে আসবে না। অবশ্য তোমার কাছে সবকিছুই আছে। তাই তোমার কাছে এই দোয়া এবং আকুতি-মিনতি করছি যে, তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করে তাদেরকে জান্নাতে আমার পক্ষ হতে এমন কোন উপহার দাও যা ইতোপূর্বে তারা জান্নাতে লাভ করেন নি। তখন তারা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন, হে আল্লাহ্ এই তোহফা বা উপহার কার পক্ষ থেকে এসেছে। (আল্লাহ্ যখন উপহার দিবেন তখন তারা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন যে, এই উপহার কার পক্ষ থেকে।) আর আল্লাহ্ তা'লা যখন তাদেরকে অবহিত করবেন যে, কার পক্ষ থেকে তা এসেছে তখন তারাও সেই ব্যক্তির জন্য দোয়া করবেন। আর এভাবে দোয়াকারীরও আধ্যাত্মিক মর্যাদা উন্নীত হয়। আর একথা কুরআন এবং হাদীস থেকেও প্রমাণিত। এটি ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে স্বীকৃত এবং গৃহীত, আর কোন ব্যক্তি এটি অস্বীকার করতে পারে না যে, দোয়া মৃত ব্যক্তির জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হয়ে থাকে। কুরআন শরীফেও فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا বলে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যখন কোন ব্যক্তি তোমাকে উপহার দেয় তখন তোমরা এর চেয়ে উত্তম উপহার তাকে দাও বা অন্ততঃপক্ষে যতটা সে দিয়েছে ততটা অবশ্যই দাও। কুরআনের এই আয়াত অনুসারে যখন আমরা মহানবী (সা.) বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য দোয়া করব, তাদের প্রতি দরূদ এবং সালাম প্রেরণ করব তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পক্ষ থেকে এই দোয়ার কল্যাণে তাদেরকে কোন উপহার দিবেন। আমরা জানিনা যে, জান্নাতে কী কী নিয়ামত রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাতো সেসব নিয়ামত সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তাই আমরা যখন দোয়া করব যে, হে আল্লাহ্ তুমি মহানবী (সা.)-কে এমন কোন উপহার দাও যা ইতোপূর্বে তিনি লাভ করেন নি; তো এটি জানা কথা যে, যখন তাকে সেই উপহার দেয়া হবে এবং একইসাথে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এটিও বলা হবে যে, এই উপহার অমুক ব্যক্তির পক্ষ থেকে এসেছে, একথা জানার পর এটি কীভাবে হতে পারে যে, তিনি চুপ করে বসে থাকবেন আর উপহার প্রেরণকারীর জন্য দোয়া করবেন না। এমন ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদের আত্মা খোদার আস্তানায় সেজদাবনত হবে এবং বলবে, হে আল্লাহ্ এখন তুমি আমাদের পক্ষ থেকেও একে

উত্তম প্রতিদান দাও। এভাবে فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا অনুসারে সেই দোয়া দরূদ প্রেরণকারীর পক্ষে গৃহীত হবে এবং তার পদমর্যাদা উন্নতির কারণ হবে।

অতএব এহলো সেই মাধ্যমে, যার কলাণে কোন প্রকার পৌত্তলিকতায় লিপ্ত না হয়েই আমরা নিজেরাও লাভবান হতে পারি এবং জাতিও লাভবান হতে পারে। এককথায় দরূদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয় প্রকার কল্যাণই সাধিত হতে পারে। অতএব এটি এমন এক রীতি যা সম্পর্কে আমি পূর্বেই বলেছি, এরফলে জামাতের উন্নতির পথও সুগম হয়। আর জামাত যদি উন্নতি করে, আর মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠকারীর সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে বিরোধীদের সংখ্যাও হ্রাস পেতে থাকবে।

এছাড়া আরো একটি কথা আমি বলতে চাই, অনেকে প্রশ্ন করে, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ। এবং اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ। এই শব্দগুলো ভিন্ন ভিন্ন কেন? এই বিষয়ে অভিধানের দৃষ্টিকোন থেকে আস্-সালাত এর অর্থ হলো আত্-তাযীম। অতএব এই নিরিখে اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ। –এর অর্থ হবে, হে আল্লাহ্! তুমি এই পৃথিবীতে মুহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর নাম সমুন্নত করে, তার পয়গাম বা বাণীকে সাফল্য ও বিজয় দানের মাধ্যমে এবং তার শরীয়তকে স্থায়ীত্ব দানের মাধ্যমে মাহাত্ম্য প্রদান কর। আর পরকালে তার উম্মতের পক্ষে শাফায়াত বা সুপারিশ গ্রহণ করে এবং তার প্রতিদান বা সওয়াব বেশ কয়েক গুণ বর্ধিতরূপে ফেরত দেয়ার মাধ্যমে তাকে সম্মানিত কর। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্বৃতিগুলোতেও কতিপয় বাক্যে এর বিস্তারিত বিবরণ চলে এসেছে কিন্তু অভিধানের প্রেক্ষাপটে আসেনি।

এরপর মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠের ক্ষেত্রে হাদীসে بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে: এর অর্থ হলো, হে আল্লাহ্! তুমি যে-ই সম্মান ও মাহাত্ম্য এবং সুমহান মর্যাদা ও বুযূর্গী মহানবী (সা.)-এর জন্য অবধারিত করেছ তা তাঁর জন্য প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং সেটিকে স্থায়ীত্ব প্রদান কর।

অতএব সার কথা হলো, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ। -এ তাঁর (সা.)-এর শরীয়তের বিজয় আর স্থায়ীত্ব এবং উম্মতের পক্ষে তার শাফায়াত বা সুপারিশ থেকে কল্যাণ লাভের দোয়া অন্তর্নিহিত আছে আর اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ। –এ তিনি (সা.)-এর সম্মান, মাহাত্ম্য এবং মহিমা স্থায়ী হওয়ার দোয়া রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে দরূদ পাঠ করার তৌফিক দান করুন। আর এই দরূদের কল্যাণে খোদার নৈকট্য লাভের পাশাপাশি মহানবী (সা.)-এর ভালবাসায় যেন স্থায়ীভাবে আমাদের উন্নতি হতে থাকে এবং তার শরীয়তের প্রসার ও বিস্তারের কাজে আমরা যেন নিজেদের সকল শক্তি নিয়োজিত করতে পারি। তিনি (সা.)-এর শিক্ষা অনুসারে, পৃথিবী থেকে ফিতনা এবং নৈরাজ্যের অবসানের ক্ষেত্রে আমরা যেন নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে পারি: আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দিন।

এখন দু'জনের গায়েবানা জানাযাও পড়াব। প্রথম জানাযা হলো, দিল্লী নিবাসী মৌলভী আব্দুল কাদের সাহেবের, তিনি কাদিয়ানের দরবেশ ছিলেন। তিনি ৯৭ বছর বয়সে গত ১০ই

জানুয়ারী ইন্তেকাল করেছেন,إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ডক্টর আব্দুর রহীম সাহেবের পুত্র ছিলেন। মাদ্রাসা আহমদীয়া থেকে মৌলভী ফাযেল পাস করেন। কাদিয়ানে নিম্নলিখিত পদে খেদমতের সুযোগ পেয়েছেন: দরবেশী যুগের সূচনাতে কাদিয়ানের আহমদীয়া মহল্লায় জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছেন। দীর্ঘকাল নায়েব নাযের দাওয়াত ও তবলীগ ছিলেন এবং নাযেরে আলার সহকারীও ছিলেন। এছাড়া নাযেম জায়েদাদ, কাজী, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার হিসাব রক্ষক, সেক্রেটারী বেহেশতী মাকবেরা এবং নায়েব সদর আনসারুল্লাহ্ ছিলেন। মৌলভী সাহেব মরহুমের একটি প্রবন্ধ "দাস্তানে দরবেশ বাযুবানে দরবেশ" এই নামে মিশকাত পত্রিকায় ২০০৩ সনের নভেম্বর সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। এতে তিনি লিখেছেন, হযরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব, যিনি মাদ্রাসা আহমদীয়ায় আমাদেরকে সিনিয়র ক্লাসে হাদীস শরীফ পড়াতেন, আমাকে গভীরভাবে স্নেহ করতেন। তিনি আমাকে বলেন, মিশরে গিয়ে শিক্ষার্জনের জন্য আবেদন পত্র দাখিল কর। তার কথামত আমি অফিসে আবেদনপত্র জমা দিলাম। ব্যবস্থাপকদের পক্ষ হতে উত্তর আসে, পাসপোর্ট বানানোর জন্য যার কাছে পয়সা নেই সে মিশর গিয়ে কি করবে। আমি হযরত মীর সাহেবকে একথা জানিয়ে দেই। তিনি বলেন, দু'দিন পর আমি স্বপ্নে দেখি হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) এসেছেন এবং বলছেন, আব্দুল কাদের মিশর। এই স্বপ্নও আমি হযরত মীর সাহেবকে শুনাই। দৈবক্রমে যা ঘটেছে তাহলো, যুগ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। জামাতে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে যুবকদের (সেনাবাহিনীতে) ভর্তি করা হচ্ছিল। আমিও জামাতের পক্ষ থেকে চলে যাই আর সেনাবাহিনীর সাপ্লাই বিভাগে যোগ দেই। সৈন্যদের বিশ্রামের জন্য এক সপ্তাহ বা দশ দিনের ছুটি দেয়া হতো। তিনি এভাবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার সুবাদে মিশরও পৌছে যান। তিনি বলেন, এই অধম ছুটি কাটাতে ভারতে আসার পরিবর্তে রোমে যাওয়া পছন্দ করি। সেখানে গীর্জার পাশেই ডান দিকে একটি প্রশস্ত হল ছিল। জিজ্ঞেস করার পর লোকেরা আমাকে জানায় যে, সপ্তাহে একদিন সোমবারে এখানে পোপ সাহেব বক্তৃতা করেন। আর ভক্তরা তার দর্শনে আসে। (পোপ সেই সময় রোমে আসতেন সেখানে।) তিনি বলেন, সেদিনও সোমবার ছিল। তাই আমিও সেই হলে চলে যাই। হলের ভেতরে মানুষ বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে ছিল। যেহেতু যুদ্ধের যুগ ছিল তাই পোপ সাহেব বিশ্বশান্তি সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। এরপর শ্রোতাদের পাশ ঘেষে পোপ ফিরে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, আমার পাশ ঘেষে যাওয়ার সময় আমি করমর্দনের জন্য তার দিকে আমার উভয় হাত প্রসারিত করি। পোপ সাহেবও তার হাত আমার হাতে রাখেন। আমি তার হাত ধরে তাকে ইসলামের বাণী পৌঁছাই। হযরত মসীহ্র দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে তাকে অবহিত করি যে, তিনি এসে গেছেন। আর কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) মসীহ্ মওউদ হওয়ার দাবী করেছেন। আমি তাঁকে গ্রহণ করেছি আর আপনাকেও তাঁকে গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এভাবে তিনি পোপকে আহমদীয়াতের বার্তা পৌছিয়েছেন। পোপ আমার কথা শুনে আনন্দ প্রকাশ করেন। পরে ইউরোপ ও আমেরিকার সকল দর্শক আমার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হয় এবং আমার সাহসিকতার

প্রশংসা করে, আমি তাদেরকেও তবলীগ করি। পোপ সাহেবের সাথে সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ আমি খলীফা সানী (রা.)-কে লিখে পাঠিয়ে দেই। "তারীখে আহমদীয়াত" এর দশম খন্ডে খলীফা সানী (রা.)-এর যুগে "পোপকে ইসলামের তবলীগ" শিরোনামে এটি প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে তিনি তার দোয়া গৃহীত হওয়া এবং ঐশী কুদরতের তিনটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। ১৯৬৯ সনে তিনি হজ্জব্রত পালনের সৌভাগ্যও লাভ করেছেন। মরহুমের তিন ছেলে এবং চারজন কন্যা রয়েছে। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা স্বত্ত্বেও তাদের সবাইকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। সন্তানদের সকলেই বহির্বিশ্বে অবস্থান করছেন। বড় ছেলে ইসমাইল মুনীর সাহেব জার্মানীতে জামাতের বিভিন্ন পদে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। দরবেশী যুগে এই ছেলের জন্ম হয়। তিনি প্রথম সন্তান ছিলেন। তিনি লিখেছেন, মরহুমের স্ত্রী বেশ কয়েক বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি একাই জীবন যাপন করতেন। মেয়েরা তাকে জার্মানী আসার অনুরাধ করে। উত্তরে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে এমন কথা আর কখনো আমার সাথে বলবেনা। বছরের পর বছর একা কাদিয়ানে জীবন কাটিয়েছেন। আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দরবেশ হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। তিনি মূসী ছিলেন। কাদিয়ানে দরবেশদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় তিনি সমাহিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তান-সন্ততিকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, শ্রদ্ধেয়া মুবারেকা বেগম সাহেবার যিনি কাদিয়ানের দরবেশ বশীর আহমদ সাহেব হাফেযাবাদী মরহুমের স্ত্রী ছিলেন। তিনি ২০১৫ সনের ৩রা জানুয়ারী ৮৩ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পিতা জনাব শফী আহমদ মরহুম উত্তর প্রদেশে জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নির্দেশ ছিল যে, ১৯৪৭ সালের পর দেশ বিভাগের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে পাকিস্তানে দরবেশদের বিয়ে করানো কঠিন হচ্ছে, তাই দরবেশরা যেন ভারতেই বিয়ে করে। এই আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে বশীর আহমদ হাফেযাবাদী সাহেব উত্তর প্রদেশ থেকে ১৯৫১ সনে বিয়ের প্রস্তাব পান। মরহুমা নামায এবং রোজায় অভ্যস্ত ছিলেন। নেক এবং নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। জামাতী তাহরীকে চাঁদা হিসেবে নিজের গহনা-গাটি দিয়ে দেন। স্বামীর দীর্ঘ দরবেশীর কঠিন যুগ ধৈর্য্য এবং কৃতজ্ঞতার সাথে অতিবাহিত করেন। সকল পরিস্থিতিতে স্বামীকে সঙ্গ দিয়েছেন। এখনতো আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অবস্থা অনেক সচ্ছল। প্রথম দিকে দরবেশরা খুবই অসচ্ছল অবস্থার মাঝে দিনাতিপাত করতেন। খিলাফতের সাথে গভীর সম্পৃক্ততা ছিল। মরহুমার এক ছেলে জনাব মুনীর আহমদ হাফেযাবাদী সাহেব কাদিয়ানে তাহরীকে জাদীদের উকীলে আলা হিসেবে কাজ করছেন। তিনি ফযলে ওমর প্রেসের ব্যবস্থাপনা পরিষদেরও সভাপতি। একইসাথে তিনি ওয়াক্ফে জিন্দেগী। দ্বিতীয় ছেলে মেডিকেল প্র্যাক্টিস করছেন। তিন কন্যা পাকিস্তানে বিবাহিতা আছেন। দু'মেয়ে মৃত্যুর সময় তার কাছেই উপস্থিত ছিলেন। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। বেহেশতী মাকবেরায় সমাহিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আমার দোয়া থাকবে, তার সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে আহমদীয়াত অব্যাহত থাকার

পাশাপাশি তারা যেন উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আহমদীয়াতের কাজে অংশ নেয় এবং ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি করে।